সায়েরা বেগমের বদলে যাওয়ার গল্প

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলাঃ ভোলাহাট

উপকারভোগীর আশ্রয়ন প্রকল্পের নামঃ সুরানপুর নয়াপুকুর।

১. উপকারভোগীর বর্ণনাঃ মোসাঃ সায়েরা বেগম, বয়স ৮৪ বছর। স্বামীঃ মৃত মোঃ আক্কাস আলী। সন্তানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ মোট সন্তান ৪টি মেয়ে সন্তান। ৩ টি বিবাহিতা ও একটি ১৪ বছরের কিশোরী এবং ৮ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

২. উপকারভোগীর পূর্বের অবস্থা কেমন ছিলঃ ৮৪ বছর বয়সী মোসাঃ সায়েরা বেগম অসহায় ছিন্নমূল মানুষের অন্যতম একটি বাস্তব চিত্র। স্বামী বিগত হয়েছেন দুই দশক আগে। গৃহহীন অসহায় সায়েরা বেগম দীর্ঘ দিন ধরে অন্যের বাগানে কুড়ে ঘর তৈরি করে অনিশ্চিত জীবন যাপন করতেন। বিধবা এই নারী ছোট মেয়েকে নিয়ে খুব মানবেতর জীবন যাপন করতেন।

৩. উপকারভোগীকে বরাদ্দকৃত ২ শতাংশ জমির বর্তমান বাজার মূল্যঃ ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ টাকা প্রায়)

৪. ঘর পেয়ে তিনি/ তার পরিবার কেমন আছেনঃ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার গৃহহীন অসহায় দুঃস্থ মানুষের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ (সেমি পাকা) ঘরে বসবাস করেন। এখন তিনি জানান, মেয়ে পূর্বের তুলনায় তিনি অনেক ভাল আছেন। নিজের বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজি চাষ করেন এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে মাসিক আয় প্রায় ৬০০০/- টাকা।

<u>সবিতা রানীর বদলে যাওয়ার গল্প</u>

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলাঃ ভোলাহাট

উপকারভোগীর আশ্রয়ন প্রকল্পের নামঃ চরধরমপুর আশ্রয়ন প্রকল্প (মুজিব পল্লি)

১. উপকারভোগীর বর্ণনাঃ সবিতা রানী একজন বিধবা অসহায় নারী, বয়স ৪০ বছর। স্বামী: মৃত স্বপন কর্মকার। সন্তানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা (২২ বছর) ও ছেলে কাঠ মিস্ত্রির কাজ করে (১৯ বছর)।

২. উপকারভোগীর পূর্বের অবস্থা কেমন ছিলঃ রাস্তার ধারে খাস জমিতে পলিথিনের তাবু তৈরি করে মানবেতর জীবন যাপন করতেন। গ্রীষ্মকালের তীব্র রৌদ্দ, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে, শীতকালে হাড়হিম করা শীতে অত্যন্ত কষ্ট করে দিন অতিবাহিত করতেন।

৩. উপকারভোগীকে বরাদ্দকৃত ২ শতাংশ জমির বর্তমান বাজার মূল্যঃ ১,৭৫,০০০/- টাকা এক লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা প্রায়)

৪. ঘর পেয়ে তিনি/ তার পরিবার কেমন আছেনঃ এখন ঘর পেয়ে তিনি আমাদের জানান যে, ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটি ভাল পরিবেশে বসবাস করছেন। প্রাপ্ত বাড়ীর আঙিনায় হাসমুরগী ও গবাদি পশু পালন করেন ও সেলাই মেসিন ও তার মেয়ে চর্কার কাজ করে ভাল ভাবে দিন অতিবাহিত করছেন। সব মিলিয়ে তাদের মাসিক আয় প্রায় ৮,০০০/- টাকা। আস্তে আস্তে তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোসাঃ আমেনা বেগমের বদলে যাওয়ার গল্প

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলাঃ ভোলাহাট

উপকারভোগীর আশ্রয়ন প্রকল্পের নামঃ চরধরমপুর

১. নামঃ মোসাঃ আমেনা বেগম (বয়স ৪২ বছর) স্বামী পরিত্যাক্তা পিতাঃ মৃত রবু লায়েক সন্তানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ সন্তানঃ ০৩ টি মেয়ে। বড় মেয়েটি বিবাহিতা (২০ বছর), মেঝো মেয়ে বয়স ১৭ বছর, ৯ম শ্রেণীতে, ও ছোট মেয়ের বয়স ১২ বছর, ৫ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

২. উপকারভোগীর পূর্বের অবস্থা কেমন ছিলঃ মোসাঃ আমেনা বেগমের তিন মেয়ে জন্ম হওয়ার পরে তার স্বামী তাকে ছেড়ে দেন। স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর আমেনা বেগম তিন মেয়ে নিয়ে অনেক অসহায় হয়ে পড়েন। তাদের থাকা খাওয়া ও ভোরণ পোষণে অনেক সমস্যা হয়ে পড়ে। মোসাঃ আমেনা বেগম মেয়েদের ভবিষৎ চিন্তা করে অন্যের বাড়িতে থাকে গৃহ পরিচালিকার কাজ করে সংসার কোনো মতো সংসার পরিচালনা করলেও মেয়েদের নিয়ে অন্যের বাড়ীতে থাকতে অনেক কষ্ট হতো।

৩. এই দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ ও ২ শতক জমির বাজার মূল্য প্রায় ২,০০,০০০/- টাকা।

৪. ঘর পেয়ে তিনি/ তার পরিবার কেমন আছেনঃ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ পাওয়ার পর তিনি আমাদের জানান সেমি পাকা ঘর পেয়ে তার জীবনের গল্প বদলাতে শুরু করে। পাকা ঘর পেয়ে তিনি তিন মেয়েসহ নিজের ঘরে এখন বসবাস করে। আমেনা বেগম ও তার মেয়ে চকরা কাটে এবং ছাগল পালন ও তার পাশাপাশি আঙিনায় বিভিন্ন ধরনের শাকসবজীর চাষ করে। সব মিলিয়ে তার মাসিক আয় ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র) প্রায়। তিনি আরো জানান এখন সে আর অপরের বাড়ীতে কাজ করতে যায় না। নিজের সংসারের কাজ করে এখন সে অনেক স্বাবলম্বি। দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ ও ২ শতক জমি পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি । তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বঙ্গিন মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মোঃ সাবিরুল ইসলামের বদলে যাওয়ার গল্প

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলাঃ ভোলাহাট

উপকারভোগীর আশ্রয়ন প্রকল্পের নামঃ গোবিন্দপুকুর।

১. উপকারভোগীর বর্ণনাঃ নামঃ মোঃ সাবিরুল ইসলাম (৫০), স্ত্রীর নামঃ মোসাঃ টগরী বেগম (৪২), সন্তানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ সন্তানঃ ১৬ বছর বয়সের ছেলে ০১ টি এবং ১৭ বছর বয়সের একটি মেয়ে।

২. উপকারভোগীর পূর্বের অবস্থা কেমন ছিলঃ মুজিব শত বর্ষ উপলক্ষ্যে ২ শতাংশ জমিসহ সেমি পাকা ঘর পাওয়ার আগে অসহায় ভাবে অন্যের জমিতে সন্তানদের নিয়ে খড়ের বেড়া ও চালা দিয়ে তৈরী করে অস্থায়ী ঘরে অতিকষ্টে রাস্তার জমিতে জীবন যাপন করতেন। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা কালে খুবই কষ্টে দিন অতিবাহিত করতেন।

৩. এই দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ ও ২ শতক জমির বাজার মূল্য প্রায় ১,৮৫,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পচাশি হাজার টাকা মাত্র)

৪. ঘর পেয়ে তিনি/ তার পরিবার কেমন আছেনঃ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ পাওয়ার পর তার জীবনের গল্প বদলাতে শুরু করে। পাকা ঘর পেয়ে তিনি দুই সন্তানসহ নিজের ঘরে এখন উন্নত জীবন যাপন করা শুরু করেছেন। গোবিন্দপুকুর জনবহুল স্থান হওয়ায় মোঃ সাবিরুলের বাড়ীর পাশে একটি মুদিখানা দোকান খুলেছেন। তারই এই দোকানে এলাকার জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করেন। আর তার স্ত্রী মোসাঃ টগরী বেগম গরু ও কবুতর লালন পালন

করেন। গরুর দুধ ও কবুতর বিক্রি করে মাস শেষে প্রায় ৬০০০/- টাকা আয় করেন। তিনি পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নত জীবন যাপন করেছেন।

মোঃ মোরসালিন হকের বদলে যাওয়ার গল্প

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলাঃ ভোলাহাট

উপকারভোগীর আশ্রয়ন প্রকল্পের নামঃ গোবিন্দপুকুর

১. উপকারভোগীর বর্ণনাঃ মোঃ মোরসালিন হক (৩০), স্ত্রীঃ মোসাঃ নাসরিন খাতুন (২১), সন্তানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ সন্তানঃ ০২ টি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ৪ বছর এবং ছোট মেয়ে ০১ বছর ৮ মাসের শিশু।

২. উপকারভোগীর পূর্বের অবস্থা কেমন ছিলঃ দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ পাওয়ার আগে অসহায় ভাবে অন্যের জমিতে সন্তানদের নিয়ে খড়ের বেড়া ও চালা দিয়ে তৈরী করে অস্থায়ী ঘরে অতিকষ্টে রাস্তার জমিতে জীবন যাপন করতেন। বর্ষা ও শীত মৌসুমে খুবই কষ্টে দিন অতিবাহিত করতেন।

৩. এই দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ ও ২ শতক জমির বাজার মূল্য প্রায় ২,০০,০০০/- টাকা।

৪. ঘর পেয়ে তিনি/ তার পরিবার কেমন আছেনঃ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত ২ শতাংশ জমিসহ সেমি পাকা ঘরে বসবাস করেন। গোবিন্দপুকুর জনবহুল স্থান হওয়ায় মোঃ মোরসালিন তার বাড়ীর পাশে একটি মুদিখানা দোকান খুলেছেন। তারই এই দোকানে এলাকার জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করেন। আর তার স্ত্রী মোসাঃ নাসরিন খাতুন গবাদি পশু পালন করেন। গরুর দুধ ও গো-বর্জ জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করে মাস শেষে প্রায় ৬,০০০/- টাকা আয় করেন। তিনি পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নত জীবন যাপন করছেন।